

ডাঃ কিশোরীমোহন সিংহ এম. বি.

চক্ষু চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ

—:—

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও দ্বারভাঙ্গা সরকারি হাস-
পাতালৰ ভূতপূৰ্ব লক্ষপ্ৰতিষ্ঠ চিকিৎসক।

সৰ্ব্বপ্ৰকাৰ চক্ষুৰোগ চিকিৎসা

ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া চশমাৰ ব্যবস্থা ও
ব্যবস্থায়মানী প্ৰকৃত চশমা সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকেন।

যাবতীয় চক্ষুৰোগ ও চক্ষুৰোগ্য ব্যাধি

রক্ত কক্ষ প্রস্রাবাদি পরীক্ষা করিয়া

রোগ নিৰ্দ্ধারণ পূৰ্বক আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভ্যাক্সিন
ও এন্টিবায়োটিক আদি ইনজেক্‌শন ও ঔষধ প্ৰয়োগ
কৰতঃ আৰাম কৰেন।

চিকিৎসার্থী মফঃস্বলবাসীগণ—

কলিকাতা মহানগৰীতে উপস্থিত হইয়া মুচিকিৎসকের সন্ধান
কৰিতে বিশেষ বেগ পাইয়া থাকেন। ঔষধৰে

অসুবিধা দূৰীকৰণৰ বিজ্ঞাপন এই

দেওয়া হইল।

রোগী দেখা ও পরামর্শের সময় ও স্থান :—

প্ৰাতে ৭টা হইতে ৯টা পর্যন্ত—নিজ বাসাবাটা ৫০৩ হাৰশ
স্থপার্জিৰ ৰোড ভবানিপুর, কলিকাতা।

বৈকালে ৪টা হইতে ৬টা পর্যন্ত—মেডিকেল বোৰ্ড

১৯৭ কৰ্ণওয়ালিন ষ্ট্ৰীট,

কলিকাতা।

মৰ্কেতে: দেবেভোনিমঃ



জঙ্গিপুৰ সংবাদ।

১৭ই শ্রাবণ বুধবার ১৩২৯ সাল।

চোরের মুস্থিল।

—:—

চোরদের শাস্ত্ৰে নাকি লেখা আছে “চুরি
বিভা বড় বিভা যদি না পড়ে ধরা।” এই
বড় বিভাটা যাতে আর বেশী দিন চলিতে না
পারে, সেইজন্ত ইউৰোপের একটা লোক
একটা যন্ত্র তৈরি করেছেন। এই লোকটির
নাম মিঃ ব্রন। এই যন্ত্র বাতীর মধ্যে রেখে
দিলে বাতীর ত্রিসীমায় কোথাও চোরের পদা-
ৰ্পণ হওয়া মাত্র ঘণ্টা ও কনোগ্রাফ বাজিয়ে
বিজলী বাতি জ্বালিয়ে সেটা বেজায় গোলমাল
আরম্ভ করে দেবে! মিঃ ব্রন আর একরকম
মজার যন্ত্র তৈরি করেছেন। এই যন্ত্রটা ব্যাগ
কিন্সা তোরঙ্গের ভিতর পুরে রেখে প্লাটফৰমে
বিনা পাহাৰায় ফেলে রেখে অন্যাসে এদিক
ওদিক পায়চারি করে ধরে বেড়ান যায়।
কারণ চোর এসে সেই ব্যাগ কিন্সা তোরঙ্গ
তুলতে গেলেই যন্ত্রটা টেঁচিয়ে উঠবে।

অদ্ভুত ক্ষমতা।

—:—

মাদ্ৰাজের একটা যুবক নৌড় বাজিতে
অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়েছে। ইহার নাম
এন বরদাৰা জুলু, বয়স ২২ বৎসর। ১৯২১
সালে ডিসেম্বৰ মাসে বাঙ্গালোৱে একটা
নিখিল-ভাৰত ব্যায়ামের প্ৰতিযোগিতা হয়।

তাহাতে এই কয়টা দৌড়ে জিতিয়া ছিলেন—
প্ৰথম— ১ মাইল নৌড়— ৪ মিনিট ২০
সেকেণ্ড লাগিয়াছিল। প্ৰথম পুৰস্কাৰ।

দ্বিতীয়— ৫ মাইল দৌড়— ২৫ মিনিট
প্ৰথম পুৰস্কাৰ।

তৃতীয়— ২২ মাইল নৌড়— ১ ঘণ্টা ৫২
সেকেণ্ড প্ৰথম পুৰস্কাৰ।

তৃতীয় বাৱের ৫ ড়ের সময় কয়েকজন লোক
বাই-মাই-কেল চ ট্ৰা সঙ্গে সঙ্গে গিয়া ও বরা-
বর তাহারা সঙ্গে চলিতে পারে নাই।
যুবকটা বাস্তবিকই ভাৰতের গৌৰব।

প্ৰবাসী।

চিনির গাছ।

—:—

আমেরিকায় এখন একরকম চিনির গাছ
হয়েছে। সেই গাছ থেকে সাদা সাদা চিনি
পাওয়া যায়—খেজুর কিন্সা তালের রস থেকে
আর চিনি তৈরী করতে হয় না।

মজার পাখী।

—:—

মেকসিকোতে একরকম পাখী আছে, এরা
খুব ছোট ছোট। ইহাদের বিশেষত্ব হচ্ছে
এরা গলার পালকগুলো এমনি করে সাজাতে
পারে যে, মৌমাছি প্ৰভৃতি তাদের ফুল বলে
ভুল করে মধু নিতে আসে। তাৰপর
মৌমাছির যা, অবস্থা তা, বোধ হয় আর বলে
দিতে হবে না।

বিচিত্র নারিকেল গাছ।

—:—

অনেকেই জানেন, নারিকেল গাছের শাখা
প্ৰশাখা থাকে না। কিন্তু সম্প্ৰতি দিনাজপুৰ
জেলার কালিয়াগঞ্জ ও বাগালবাড়ী ফেশনের
মধ্যে একটা নারিকেল গাছ ৭৮ ফিট লম্বে
বাড়িয়া পরে তিনটা শাখায় বিভক্ত হইয়া
প্ৰত্যেকটা প্ৰায় তিন ফিট করিয়া লম্বা হই-
য়াছে এবং প্ৰত্যেকটিতেই ফল আছে।

ঘুম পাড়ানি গান।

—:—

আমাদের যেমন টেলিফোনের আফিস
আছে, আমেরিকায় তেমনি ঘুমপাড়ানি টেলি-
ফোনের আফিস হয়েছে, সেখানে রাতদিন ঘুম-
পাড়ানি গান হচ্ছে। ছেলে মেয়ে যখন
ঘুমাতে যায়না, তখন তাদের মায়েরা একটা
খাটে ৩০০ ঘুমপাড়ানি মেশিনে কল চালিয়ে
নিজের কাজে চলে যান। ঘুমপাড়ানি অফিসের
ঘুমপাড়ানি গানে ছুঁ ছেলে মেয়ের দল আস্তে
আস্তে ঘুমিয়ে।

নূতন কারদায় মাছ ধরা।

—:—

আমরা সবাই জানতুম্ যে, লোকে ছিপ
কিংবা জাল দিয়ে মাছ ধরে। কিন্তু জানতে
পাৰা গিয়েছে যে, বোণিঙতে একরকম নূতন

উপায়ে মাছ ধরে। তারা একরকম গাছের
ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে সে গুলিকে বেশ করে
রোদে শুকিয়ে তারপর গুড়িয়ে ফেলে। এই
গুড়ো তারা নদী কিংবা পুকুরে ছড়িয়ে দেয়।
এই গুড়োর গন্ধ পেলেই মাছদের নড়বার চড়-
বার শক্তি রহিত হইয়া যায়, তখন তাদের
ধরে ফেলে।

প্ৰাণ বাঁচান বন্দুক।

—:—

বন্দুকের কাজ হচ্ছে প্ৰধানতঃ মেরে ফেলা।
আর সেইজন্ত বন্দুকের দরকার আমরা মেরে
ফেলবার সময়ই অনুভব করি। কিন্তু এক-
রকম নূতন বন্দুক তৈরি হয়েছে— তার
কাজ হচ্ছে মানুষের প্ৰাণ বাঁচান। সমুদ্রে
যখন ভয়ানক ঝড় হয় তখন অনেক
সময় অনেক জাহাজকে উপকূল থেকে
লাইফ বোটের সাহায্য নিতে হয়। তবে
লাইফ বোটে অনেক সময় বিপদ ঘটে; তাই
জাহাজ থেকে মানুষকে কুলে নিয়ে এসে
বাঁচাতে এই বন্দুক এখন সাহায্য করে। এই
বন্দুকের সাহায্যে প্ৰায় আধ ইঞ্চি নোটা দড়ি
প্ৰায় আশী গজ দূরের জাহাজে ছুঁড়ে ফেলা
সম্ভব হবে। সেই দড়ির সাহায্যে জাহাজের
লোকেরা কুলে পৌঁছাবে।

জেলে মহাজ্ঞার পাঁচমের সূতা।

—:—

মহাজ্ঞা গান্ধী জেলে প্ৰত্যাহ ২.৩ ঘণ্টা
করিয়া চৰকাৰ সূতা কাটিতেছেন। এতদিন
পৰ্যন্ত তিনি পাঁচমের সূতা কাটিয়াছেন।
তিনি তাঁহার পত্নীর অনুৰোধে সমস্ত সূতা
সত্যপ্ৰহু আশ্ৰমে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

নীলানন্দের ইত্তাহাৰ।

চৌকী জঙ্গিপুৰের প্ৰথম মুন্সেফী আদালত।
নিলাসের দিন ১৭ই আগষ্ট ১৯২২।

—:—

৩৬৪ খাং ডিঃ ঠাকুর চরণ দাস দেঃ হৰুৱত সেখ দাবি
৩২১/৬ পং ককুনপুৰ মৌঃ উমানপুৰ ১৩০ কাত ৩৬৯ আঃ
২১

৪৫৩ খাং ডিঃ য়ু নন্দন দাস সিং দেঃ উমর সেখ সিং
দাবি ৬৪/৬ পং মজলপুৰ মৌঃ ইংলিস ২৩০ কাত ১৯/১০
আঃ ৪০

৬৪০ খাং ডিঃ বসন্ত কুমাৰ সরকার সিং পক্ষে কমন
ম্যানেজাৰ গোপী মোহন মুখোপাধ্যায় দেঃ তাইমুর সেখ
নাবালক অলি পিসি সৌৱমন্ বিবি দাবি ৪৫১/২ পং গণকৰ
মৌঃ পানিওৱ ৩১২ কাত ৫১/০ আঃ ৩০

৩৩৯ খাং ডিঃ এঃ দেঃ মনতাজ সেখ দাবি ২৫৬/২ পং
ঐ মৌঃ ঐ ১৫৪ কাত ৩/১০ আঃ ১৫

৩৩৮ খাং ডিঃ ঐ দেঃ শ্ৰীশ কেটাল দাবি ১১৯১/০ পং ঐ
মৌঃ ঐ ৮৪৫০ কাত ১৮/১০ আঃ ১০০

৪৩১ খাং ডিঃ মেদিনীপুৰ জমিদাৰী কোং লিঃ দেঃ খদিৰাম
দাস দাবি ২১/৩ পং কুণ্ডৰ-প্ৰতাপ মৌঃ কুটীমুৰপুৰ ২৬১ কাত
৪১/৬ আঃ ১৫

৪৩২ খাং ডিঃ ঐ দেঃ হায়দাৰ সেখ দাবি ৪১/৩ পং ঐ



মো: চক-মেঘবান ১০৬০ কাত ১৬৬/০ আ: ২৫
 ৪৩৮ খাং ডি: এ দে: যোগেন্দ্র নাথ চৌবে দিঃ দাবি ১৭৬০/৯ পং এ মো: কুচীপুর নিঃ জোত ১/২ কাত ২১/০ আ: ১০
 ১৬৯ খাং ডি: এ দে: আমজাদ মণ্ডল নাবালক গকে অলি উকিল বাবু রাখা গোবিন্দ রায় দাবি ৭৩৩৬ পং এ মো: নিজ বাহাদুরপুর ৯/৩০ কাত ১৪২/৩ আ: ২০
 ৪৭৯ খাং ডি: মহেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী দিঃ দে: সাবদা প্রসাদ বোর দিঃ দাবি ২৩১/৩ পং কাঠগড় মো: কি: মাঠ-খাগড়া ২৬৪১ কাত ২১৫ আ: ১০
 ৪৭৪ খাং ডি: ৬ কুমার ইন্দ্র নারায়ণ সিংহের ষ্টেটের একজিডিটার কুমার যোগীন্দ্র নারায়ণ সিংহ দিঃ দে: মহানন্দ মণ্ডল দিঃ দাবি ৪৬৯/৬ পং মঙ্গলপুর মো: ইংলিস ৯/০ কাত ৭/১০ আ: ২৫
 ৪৬৫ খাং ডি: এ দে: এ দাবি ৪১৬/০ পং এ মো: এ ৬৬৩ কাত ৫৯/১০ আ: ২৫
 ৫৬৭ খাং ডি: এ দে: শশি ভূষণ দাস দিঃ দাবি ১০০৬৬ পং ইসলামপুর মো: খিদিরপুর ২৭১৪১/০ কাত ২২১/০ আ: দেওয়া নাই
 ২৯৭ খাং ডি: কিরণ বালা দেবী দে: নেকজান বিবি দাবি ১৪৯/৯ পং দেওয়া নাই মো: বহুতালি ৩/৪ কাত ১১৬/৩ আ: ৫
 ২৯৮ খাং ডি: এ দে: মাহেদ খাঁ দাবি ৬১৬ পং বহুতালি মো: এ ১৫/০ কাত ১২১/১৫ আ: ৪০
 ২৯৯ খাং ডি: এ ত্রিপুর গাহিনী দেবী দাবি ৩২৬০ পং এ মো: এ ৩/৩ কাত ৬/০ আ: ২০
 ২৫৪ খাং ডি: এ দে: বিদু ভূষণ দাস দাবি ৩৬২/৬ পং দেওয়া নাই মো: এ ৪১০ কাত দেওয়া নাই আ: ৩০
 ৫২২ খাং ডি: গোকুলচন্দ্র রায় দিঃ দে: খুদমি বেওয়া দাবি ৫৪১/৬ জমি: ৬/৩০ পরগণে ইত্যাদি দেওয়া নাই
 ৪৭৩ খাং ডি: পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দে: বঙ্গবিহারী দাস দাবি ৩৬৬৬/০ পং কুণ্ড প্রতাপ মো: শ্রীকান্তবাটি ৫/০ কাত ৬১০/৮ আ: ১০
 ৪৫৪ খাং ডি: পঞ্চকুমার দাস দে: শ্রীশচন্দ্র মুচি দিঃ দাবি ১০১৩/৩ পং গনকর মোজে চালাপারা ১১ কাত ২/০ আ: ৮
 ৭২ খাং ডি: নিত্যকালী দাসী দে: কালীকুমার রায় দাবি ১৯৩/৯ পং গনকর মো: চর দক্ষরপুর ২৪৬২ কাত ২৭৩/১০ আ: ৩০
 ৬৯ খাং ডি: এ দে: অন্নপূর্ণা দাসী দাবি ৩৩৬/৬ মৌজাদি এ ৪১২ কাত ৫১০ আ: ১৫
 ৬২ খাং ডি: এ দে: হংফেজুদ্দিন সেথ দিঃ দাবি ২০১২/৯ পং এ মো: সূজাপুর ১/১ কাত ১১১৬ আ: ৮
 ৬০ খাং ডি: এ দে: নিস্তারিণী বেওয়া দাবি ৪১১/৩ পং এ মো: জোত পাউলী ৬/০ কাত ৭১৫ আ: ১৫
 ৬৪১ খাং ডি: সেবাইত বসন্তকুমার সরকার দিঃ পকে ফমন ম্যানেজার মৌপীমোহন মুখার্জি দে: শ্রীশ কোটাল দাবি ৫৫০/৯ পং গনকর মো: চাঁদপুর ৩০ কাত ৮০০ আ: ৪০
 ২০ খাং ডি: মহসেন আলি মিল্লা দিঃ দে: আলতু বিবি দিঃ দাবি ৩১৮/৯ পং সুলতান উজ্জিয়ান মো: হারুয়া ৬১/৪ কাত ৫০১২ আ: ২৫০
 ১৪২ খাং ডি: মেদিনীপুর জমিদারী কোং লি: দে: আবদুল বিশ্বাস দিঃ দাবি ২২১০/৬ পং লক্ষরপুর মো: চর-নারায়ণপুর ১৪/০ কাত ৬৬/৭ আ: ১৫
 ১৪৪ খাং ডি: এ দে: কজুরা রকে মণ্ডল দাবি ৭০ পং এ মো: হরিশপুর ১৩/৪ কাত ১১৬৬/৯ আ: ২৫
 ৫২৫ খাং ডি: মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী দিঃ দে: অধর বাবি দিঃ দাবি ২১১৯ মো: কানোয়া ৭/০ কাত ৫১০ আ: ১৮
 ৬৫৭ খাং ডি: যোগেন্দ্রচন্দ্র খাঁ দিঃ দে: রাজবল্লভ মুচি দাবি ১৪১১/৬ পং সুলতান উজ্জিয়ান মো: হিলোড়া ১/৪ কাত ২৬/১৭ আ: ১০
 ৬৫৬ খাং ডি: এ দে: খুদি সেথ দিঃ দাবি ১৩৩০ পং গনাদি এ ১৩৬২ কাত ২৬১/০ আ: ১০০
 ৬৫৫ খাং ডি: এ দে: যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দিঃ দাবি ১৬১০ পং এ মো: কুল্লুগাছি ১৬১ কাত ১০ আ: ১০

কেন ?



PAID
 PRESENT
 DULATED
 MANILED
 LOCKED
 REPAID
 COPIED
 RECORDED
 INDEXED
 Original
 Reference
 STAMPED



